ইসলামী শিক্ষার মূলনীতি

অধ্যাপক খুরশীদ আহমদ

ইসলামী শিক্ষার মূলনীতি

অধ্যাপক খুরশীদ আহমদ
অনুবাদ ঃ অধ্যাপক নাজির আহমদ

আধুনিক প্রকাশনী
ঢাকা

www.pathagar.com

প্রকাশনায়
এ. বি. এম. আবদুল খালেক মজুমদার
পরিচালক
বাংলাদেশ ইসলামিক ইনস্টিটিউট পরিচালিত
আধুনিক প্রকাশনী
২৫ শিরিশদাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন ঃ ৭১১৫১৯১, ৯৩৩৯৪৪২
ফ্যাক্স ঃ ৮৮-০২-৭১৭৫১৮৪

আঃ প্রঃ ৫৫

৬ষ্ঠ প্রকাশ

রবিউল আউয়াল	১৪২৯
চৈত্র	১৪১৪
মার্চ	২০০৮

বিনিময় মূল্য ঃ ১২.০০ টাকা

মুদ্রণে
বাংলাদেশ ইসলামিক ইনস্টিটিউট পরিচালিত
আধুনিক প্রেস
২৫ শিরিশদাস লেন,
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

اسلامی تعلیمات کے بنیادی اصول-এর বাংলা অনুবাদ

ISLAMI SHIKKHAR MULNITY by Prof. Khurshid Ahmad. Translated by Prof. Najir Ahmad. Published by Adhunik Prokashani, 25 Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100.

Sponsored by Bangladesh Islamic Institute.
25 Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100.

Price : Taka 12.00 Only.

www.pathagar.com

بسم الله الرحمن الرحيم

ইসলামী শিক্ষার মূলনীতি

জ্ঞান মানব জীবনের অন্যতম মৌলিক প্রয়োজন। জ্ঞানই মানুষকে অন্যান্য জীব থেকে স্বাতন্ত্র্য দান করে। জ্ঞান অর্জন না করে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করা সম্ভব নয়। সম্ভব নয় আশরাফুল মখলুকাত রূপে দায়িত্ব পালন। বিশ্বনবী সা. বলেন ঃ "জ্ঞানার্জন প্রতিটি মু'মিনের অবশ্য কর্তব্য।"

তিনি আরো বলেন ঃ "জ্ঞানার্জন কর। যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে জ্ঞানার্জন করে, সে ব্যক্তি নেকের কাজ করে। যে ব্যক্তি জ্ঞানের কথা বলে, সে ব্যক্তি আল্লাহর প্রশংসা করে। যে ব্যক্তি জ্ঞান-অন্বেষণ করে, সে ব্যক্তি আল্লাহর ইবাদাত করে। যে ব্যক্তি জ্ঞান শিক্ষা দেয়, সে ব্যক্তি দান করে। যে ব্যক্তি অপরের প্রতি জ্ঞান বিতরণ করে, সে ব্যক্তি আল্লাহ-প্রীতির কাজ করে।"

জ্ঞানার্জন এবং শিক্ষাদান—দু'টোই অতীব গুরুত্বপূর্ণ। আর সেজন্যেই দুনিয়ার সবগুলো দেশেই শিক্ষাকে জাতীয় বিষয় রূপে বিবেচনা করা হয়। এ শিক্ষা নিয়েই এখানে আমাদের আলোচনা।

শিক্ষা মানে কি ?

শিক্ষা মানে কেবল জনশিক্ষাই নয়। এটা এমন এক প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে ব্যক্তির অল্প সচেতনতা বিকাশ করা হয়। বিকাশ করা হয় জাতীয় সচেতনতা। এ প্রক্রিয়া দ্বারা প্রতিটি নতুন জেনারেশনকে জীবনযাত্রার কলা-কৌশল ও নৈপুণ্যের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। আর প্রশিক্ষণ দেয়া হয় জীবনের মিশন ও কর্তব্য উপলব্ধির। শিক্ষার মাধ্যমে একটি জাতি তাদের সংস্কৃতি ও বুদ্ধিবৃত্তিক ঐতিহ্য আগামী জেনারেশনের জন্যে উত্তরাধিকার রূপে রেখে যায় এবং তাদের আদর্শগুলোর দ্বারা অনাগত বংশধরদেরকে অনুপ্রাণিত করে। শিক্ষা হচ্ছে মানসিক, শারীরিক এবং নৈতিক প্রশিক্ষণ। এর লক্ষ হচ্ছে সুশিক্ষিত ও মার্জিত পুরুষ ও নারী তৈরী করা, যারা আদর্শ মানুষ এবং রাষ্ট্রের সুযোগ্য নাগরিকরূপে তাদের কর্তব্য সাধন করতে সক্ষম হবে। শিক্ষার প্রকৃতি এবং উদ্দেশ্য এটাই। বিভিন্ন যুগের শ্রেষ্ঠ শিক্ষাবিদগণ হতে প্রাপ্ত অভিমতগুলো গভীরভাবে অধ্যয়ন করলে একথার স্বীকৃতি আমরা পাই।

www.pathagar.com

শব্দের ব্যুৎপত্তিবিজ্ঞান অনুযায়ী Education শব্দটি ল্যাটিন e, ex এবং ducere due শব্দগুলো থেকে এসেছে। শাব্দিকভাবে এর অর্থ দাঁড়ায় Pack the information in and 'draw talents out' মূলত এর অর্থ হচ্ছে অবগতি ও জ্ঞান প্রদান এবং জ্ঞেয় বিষয়ে সুপ্ত প্রতিভার বিকাশ। জন ষ্টুয়ার্ট মিল পাশ্চাত্য পুরোধাগণের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন যিনি শিক্ষা সম্বন্ধে ব্যাপক ধারণা উপস্থাপনের চেষ্টা করেছিলেন। তিনি বলেন ঃ "আমরা আমাদের জন্যে যা কিছু করি অথবা অন্যেরা আমাদের জন্যে যা কিছু করে—যার সুস্পষ্ট উদ্দেশ্য হচ্ছে আমাদেরকে আমাদের প্রকৃতির পূর্ণত্বের সন্নিকটে নিয়ে আসা কেবল এতটুকুই শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত নয়। ব্যাপক অর্থে শিক্ষা আরো অনেক কিছু স্বীয় গণ্ডীর অন্তর্ভুক্ত করে। যেসব বিষয়ের প্রত্যক্ষ উদ্দেশ্য ভিন্নতর সেগুলো চরিত্র ও মানবিক কার্যক্ষমতার ওপর যে পরোক্ষ প্রচেষ্টা পরিচালিত করে ওগুলোও শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত।"

জন মিল্‌টন শিক্ষার সংজ্ঞা দিচ্ছেন এভাবে ঃ "আমি ঐ শিক্ষাকেই পূর্ণাংগ ও উদার শিক্ষা বলি যা একজন মানুষকে তৈরী করে, ব্যক্তিগত বা সরকারী দায়িত্ব, শান্তিকালীন ও যুদ্ধকালীন দায়িত্ব—ন্যায়সঙ্গতভাবে, দক্ষতা সহকারে এবং উদারভাবে প্রতিপালন করতে।"

শিক্ষা সম্বন্ধে নিসন্দেহে এটি ব্যাপক অভিমত।

আমেরিকান দার্শনিক John Duwey শিক্ষা সম্বন্ধে বলেন ঃ "প্রকৃতি এবং মানুষের প্রতি বুদ্ধিবৃত্তিক এবং আবেগগত মৌলিক মেজাজপ্রবণতা বিন্যাস করার প্রক্রিয়া"-ই হচ্ছে শিক্ষা।

Dr. John Park বলেন ঃ "শিক্ষা হচ্ছে নির্দেশন ও অধ্যয়নের মাধ্যমে জ্ঞান ও অভ্যাস অর্জন বা প্রদানের কলা-কৌশল বা প্রক্রিয়া।"

শিক্ষাবিদ অধ্যাপক Herman H. Horne লিখেন ঃ "শিক্ষা হচ্ছে শারীরিক, মানসিক দিক দিয়ে বিকশিত, মুক্ত সচেতন মানব সত্তাকে আল্লাহর সাথে উন্নতভাবে সমন্বিত করা একটি চিরন্তন প্রক্রিয়া যেমনটি সুস্পষ্টভাবে প্রকাশিত রয়েছে মানুষের বুদ্ধিবৃত্তিক, আবেগগত এবং ইচ্ছাশক্তি সম্বন্ধীয় পরিবেশে।"

Professor Niblett জোর দিয়ে বলেন ঃ "শিক্ষার লক্ষ সুখ নয়। এর লক্ষ সচেতনতার ব্যাপকতর ক্ষমতা সৃষ্টি করা; মানব ধীশক্তির গভীরতা বৃদ্ধি করা—হয়তো অবশ্যম্ভাবীভাবে দ্বন্দ্ব-সংঘাত ও দুঃখ-কষ্টের মাধ্যমে—এবং এভাবে সংগত কাজকে স্বাভাবিক করা।"

www.pathagar.com

এ থেকে বুঝা গেল যে, শিক্ষা হচ্ছে এমন এক ধারাবাহিক প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে নবীন সমাজকে নৈতিক, মানসিক এবং শারীরিক প্রশিক্ষণ দেয়া হয় এবং এ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তারা তাদের আদর্শ ও সংস্কৃতি অর্জন করে। শিক্ষাবিদগণ শব্দটিকে দু' অর্থে ব্যবহার করে থাকেন। ব্যাপক অর্থে শিক্ষা বলতে বুঝায় শারীরিক, জৈবিক, নৈতিক এবং সামাজিক প্রভাবসমূহ যেগুলো ব্যক্তি এবং জাতির জীবনধারা নির্ধারণ ও নিয়ন্ত্রণ করে।

সংকীর্ণ অর্থে শিক্ষা মানে হচ্ছে ঐসব বিশেষ প্রভাব যা স্কুল, কলেজ এবং অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকগণ উদ্ভাবন ও সংগঠিত করেন। যে কোনো অর্থেই হোক বিষয়টি এরূপ দাঁড়াচ্ছে যে, শিক্ষা হচ্ছে একটি সর্বব্যাপক প্রক্রিয়া এবং তা শিক্ষার্থীর সামগ্রিক জীবনকে প্রভাবিত করে। আর এ কারণে একটি জাতির জীবন শিক্ষার ওপরেই নির্ভরশীল।

এ ক্ষেত্রে একটি চীন দেশীয় প্রবাদ বাক্য স্মরণ করতে হয় ঃ "তুমি যদি এক বছরের পরিকল্পনা নিয়ে থাক, তাহলে শস্যদানা বহন কর ; তুমি যদি দশ বছরের পরিকল্পনা নিয়ে থাক, তাহলে বৃক্ষ রোপণ কর এবং তুমি যদি এক হাজার বছরের পরিকল্পনা নিয়ে থাক, তাহলে মানুষ 'রোপণ' কর।"

শিক্ষার মাধ্যমে এ মানুষ 'রোপণ' করা হয় এবং সহস্র বছরের সভ্যতার সূচনা হয়।

শিক্ষা ও সংস্কৃতি

একটি জাতির সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অংগ শিক্ষা। এ শিক্ষার মাধ্যমেই একটি সংস্কৃতি চিরন্তন হতে পারে। হাড় থেকে গোশ্‌তকে যেমন পৃথক করে পাওয়া যায় না, সংস্কৃতি থেকে শিক্ষাকেও তেমনি পৃথক করা যায় না। একটা ভুল ধারণা ব্যাপকভাবে প্রচলিত আছে। লোকেরা ভাবে যে নিজেদের শিক্ষা ব্যবস্থার কোনো প্রকার ক্ষতি সাধন না করেও একটি দেশ বা একটি জাতি অন্যদের শিক্ষা ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে। নিজেদের নিজস্ব সংস্কৃতিকে ঘৃণাভরে পদাঘাত না করে ভিন্ন দেশীয় শিক্ষা ব্যবস্থা গ্রহণ করা সম্ভব নয়। আর নিজস্ব সংস্কৃতিকে ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করা জাতীয় আত্মহত্যারই নামান্তর।

প্রত্যেকটি শিক্ষা ব্যবস্থাই মূলত কতিপয় সামাজিক আদর্শ, ছাঁচ এবং মূল্যবোধের সমন্বয়ে গঠিত। সুনির্দিষ্ট জীবন দর্শন ও সংস্কৃতি এর ভিত্তি। আর এ ক্ষেত্রে অনুকরণ মানে হচ্ছে আত্মহত্যা। কলা-কৌশল ও প্রয়োগ পদ্ধতির ক্ষেত্রে অবশ্য আমরা অন্যান্যদের অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা গ্রহণ

www.pathagar.com

করতে পারি। কিন্তু মূল্যবোধ, মৌলিক নীতিমালা এবং আদর্শের ক্ষেত্রে আমাদেরকে সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে। কেননা সচেতন বা অবচেতনভাবে আমরা যদি ওগুলো ভিন্ন উৎস থেকে গ্রহণ করি তাহলে আমাদের জাতীয় সংস্কৃতির কাঠামো ভেংগে পড়বে।

এ প্রসংগে আল্লামা ইকবাল লিখেছেন ঃ

কোন্ আগুন তোমার চাই তা জানার জন্যে তুমি কোন্ মাটির তা আগে জেনে নাও।
অন্যের আলোর পেছনে ছুটে তোমার লাভ নেই।
পাশ্চাত্যের কাঁচ শিল্পীর প্রাচুর্য কামনা করে তোমার লাভ নেই।
ভারতের মাটি দিয়েই তুমি তোমার জগত গড়ে তোল।
অন্যের প্রাচুর্যের কাছে তুমি তোমার রুটি তালাশ করো না।
সূর্যের ঝর্ণার কাছে পানি প্রবাহ আশা করো না।
অপরের পক্ষপুটে কত কাল তুমি থাকবে ?
বাগানের হাওয়ায় নিজের পাখা মেলে উড়তে শেখ।

ভিন্নদেশীয় শিক্ষার প্রভাবে এ দেশে গড়ে উঠেছিলো একটি জেনারেশন। এরা ঐ শিক্ষায় গড়ে উঠেছিলো যা আমাদের সংস্কৃতির প্রতি বিরুদ্ধমনা ছিলো, আমাদের সভ্যতার প্রতি ঘৃণাভাব পোষণ করতো, আমাদের ঐতিহ্য বিরোধী ছিলো এবং আমাদের ইতিহাসের প্রতি বিদ্বেষী ছিলো। এ জেনারেশনের সমালোচনা করতে গিয়ে শিক্ষা ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে আল্লামা ইকবাল তাঁর মনোভাব সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেছেন।

তিনি লিখেছেন ঃ

তুমি অন্যের জ্ঞান অর্জন করেছো।
অন্যের কাছ থেকে ধার করা 'রুজ' দিয়ে নিজের চেহারা রংগীন করছো।
আমি জানি না তুমি কি 'তুমি' না অন্য কেউ।
তোমার বুদ্ধিমত্তা অপরের চিন্তার শিকলে বন্দী।
তোমার কণ্ঠের নিশ্বাসটুকুও তো আসছে অন্যের তন্তু থেকে।
ধার করা ভাষা তোমার কণ্ঠে।
ধার করা আকাংখা তোমার হৃদয়ে।
তোমরা ক্যানেরী পাখী ধার করা গান গায়।
তোমার সাইপ্রিস বৃক্ষে ধার করা আবরণ।
তোমার পাত্রের সুরা সেও তো অন্যের কাছ থেকে পাওয়া।

www.pathagar.com

সুরাপাত্রটিও তুমি তো এনেছো ধার করে।
তুমি একটি সূর্য একবার আপন সত্ত্বার দিকে তাকাও।
অপরের তারকার আলো তুমি চেয়ো না।
সভার মোমবাতির চারদিকে তুমি আর কতকাল নাচবে ?
তোমার হৃদয়ে অনুভূতি যদি থাকে তাহলে অবিলম্বে আপন আলো জ্বালো।

আল্লামা ইকবাল ছিলেন ধার করা শিক্ষার ঘোর বিরোধী। তিনি সে শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তনের সনির্বন্ধ অনুরোধ জানিয়েছেন যা আমাদের নিজস্ব ইতিহাস ও সংস্কৃতির ফল এবং যা আমাদের ঐতিহ্য ও আদর্শের সাথে সংগতিপূর্ণ। আজকের বিশিষ্ট শিক্ষাবিদগণের এটাই হচ্ছে দৃষ্টিকোণ।

John Duwey বলেন ঃ "যেহেতু শিক্ষা হচ্ছে একটি সামাজিক প্রক্রিয়া এবং সমাজ অনেক রকমের, সেহেতু শিক্ষা-সমালোচনা এবং গঠনের মানদণ্ড হবে সমাজ আদর্শ।"

Prof. Niblett অত্যন্ত সুন্দরভাবে বলেন ঃ "শিক্ষা হচ্ছে পূর্ণাংগ মানুষ হওয়ার নিরবচ্ছিন্ন প্রক্রিয়া যা শুরু হয়েছে আমাদের জন্মের নয় মাস পূর্ব থেকে। এখন মাতৃগর্ভ হচ্ছে সমাজের সংস্কৃতি এবং প্রসূত বস্তুটি হচ্ছে মানসিক দৃষ্টিভংগী, দেহ নয়।"

Professor Clarke একটি তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ "শিক্ষা মানে আর যত কিছুই হোক না কেন, এর এক আবশ্যিক অর্থ, একটি গৃহীত সংস্কৃতির আত্ম-স্থায়িত্ব বা চিরন্তনতা—যে সংস্কৃতি হচ্ছে একটি দৃঢ়-সংকল্প সমাজের জীবন।"

আমেরিকান শিক্ষাবিদ Dr. J. B. Conant এ বিষয়টি অন্যভাবে বিবৃত করেছেন। তিনি লিখেছেন ঃ "আমি বিশ্বাস করি না যে, শিক্ষা পদ্ধতি রপ্তানিযোগ্য পণ্য। আমার আশংকা হচ্ছে যে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর জার্মানী এবং জাপানের সাথে প্রদর্শিত আমাদের আচরণে কিছুটা বিরূপ ধারণা প্রকাশ পেয়েছে। আমাদের নিজেদের ইতিহাসেও দেখছি বিরূপ ধারণা প্রকাশ পেয়েছে। আমাদের নিজেদের ইতিহাসেও দেখছি কখনো কখনো আমরা বৃটিশ অথবা ইউরোপীয় ধ্যান-ধারণা আমদানীর উদ্যোগ নিয়েছি এবং এতে আমাদের কল্যাণের চেয়ে অকল্যাণ হয়েছে বেশী।"

উপরোক্ত আলোচনা এ বিষয়টি সুস্পষ্ট করে তুলেছে যে, শিক্ষা একটি জাতির সংস্কৃতি এবং সমাজ আদর্শের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এ দু'য়ের মাঝে একটি ব্যবধান সৃষ্টির প্রয়াস শিক্ষার উদ্দেশ্যকে নস্যাৎ করে দিতে

www.pathagar.com

বাধ্য। শিক্ষায় অবশ্যই একটি জাতির সংস্কৃতির প্রতিফলন ঘটতে হবে এবং শিক্ষা এ সংস্কৃতিকে অনাগত বংশধরদের জন্যে সংরক্ষণ করবে। যে শিক্ষা জাতির সংস্কৃতি এবং সমাজ আদর্শের প্রতি নিরপেক্ষ মনোভাব প্রদর্শন করে, সে শিক্ষা সমাজ কাঠামোর ধ্বংস সাধন এবং বিঘটনের শক্তি রূপেই ক্রিয়াশীল হবে। শিক্ষা যদি জাতীয় সংস্কৃতির প্রতিচ্ছবি হতে ব্যর্থ হয় তাহলে সে সমাজের কল্যাণের চেয়ে অকল্যাণই বেশী করে থাকে।

উদার মতাবলম্বী শিক্ষার ব্যর্থতা

আজকের উদার মতাবলম্বী শিক্ষা পূর্বে আলোচিত দৃষ্টিভংগীর বিরোধী। গোড়ার দিকে সেটাই উদার মতাবলম্বী শিক্ষা ছিলো যেটা একজন স্বাধীন মানুষের জন্যে উপযুক্ত বলে বিবেচিত হতো এবং দাস বা ভূমিদাসের জন্যে প্রচলিত শিক্ষার চেয়ে যা পৃথক ছিলো।গ্রীক এবং রোমানগণ উদার শিল্পকলার চর্চা কেবলমাত্র স্বাধীন নাগরিকদের জন্যেই উপযুক্ত বলে মনে করতো। মধ্য যুগেও এ মত প্রচলিত ছিলো। লিবারেল আর্টস দু' ভাগে বিভক্ত ছিলো ঃ Trivium এবং Quadrivium। প্রথম ভাগের ছিলো ব্যাকরণ, অলংকার শাস্ত্র ও তর্কশাস্ত্র। দ্বিতীয় ভাগে ছিলো অংক শাস্ত্র, জ্যামিতি ; জোতির্বিদ্যা ও সংগীত।

আধুনিককালে উদার মতাবলম্বী শিক্ষা উদ্দেশ্যমূলক এবং আদর্শের প্রতি নিরপেক্ষ হয়ে পড়ে। অন্য সব বিবেচনার বিপক্ষে ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের উপর জোর দেয়া হলো। শিক্ষাকে ধর্ম ও নৈতিক মূল্যবোধ থেকে পৃথক করা হলো। স্বাধীনতাই হলো শেষ কথা। বিষয় ও পাঠ্যসূচীতে নৈর্বাচনিক ব্যবস্থা প্রবর্তিত হলো। এ বিষয়ে অত্যন্ত গুরুত্ব দেয়া হলো যে, একজন ছাত্রকে তার সুপ্ত প্রতিভার বিকাশ ও উন্নত করার জন্যে যথেষ্ট স্বাধীনতা দিতে হবে এবং তার চিন্তাধারা চরিত্রকে বিশেষ ছাঁচে গড়ে তোলার জন্যে বাইরের প্রভাব বিস্তার করা যাবে না। এ ধরনের শিক্ষা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বহুল প্রচলিত এবং অনেক ইউরোপীয় দেশেও তা সমাদৃত হয়েছে।

উদার মতাবলম্বী শিক্ষা যে ফল উৎপাদন করেছে তা মোটেই উৎসাহ ব্যঞ্জক নয়। গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি পরিণতি নিম্নে বর্ণিত হচ্ছে ঃ

(ক) এ শিক্ষা ছাত্রদের মধ্যে সামাজিক দৃষ্টি বা ধারণা সৃষ্টি করতে ব্যর্থ হয়েছে। যখন কোনো জাতি তাদেরকে ত্যাগ ও কর্মে উদ্দীপিত করার মতো আদর্শের অভাবে পড়ে তখন ক্রমশ তারা ইতিহাসের ওপর তাদের নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে এবং তাদের পতন শুরু হয়। আল্লামা ইকবাল বলেন ঃ

www.pathagar.com

"একজন ব্যক্তির জীবন নির্ভর করছে আত্মা ও দেহের সম্পর্কের ওপর।
জাতির জীবন নির্ভর করছে তার ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির সংরক্ষণের ওপর।
জীবন প্রবাহ বন্ধ হলে ব্যক্তি মারা যায়।
জাতি মৃত্যুবরণ করে যদি তার আদর্শ পদদলিত হয়।"

(খ) এ শিক্ষা নতুন জেনারেশনের আত্মা ও অন্তরে নৈতিক মূল্যবোধ প্রবেশ করাতে ব্যর্থ হয়। মনের চাহিদা পূরণ নিয়েই সে ব্যস্ত। আত্মার চাহিদার প্রতি তা উদাসীন। এ দু'য়ের মাঝে একটা বিচ্ছেদ সৃষ্টি হয়। এ পরিণতিতে একটা জাতির ক্ষতি আত্মপ্রকাশ করে আল্লামা ইকবাল বলেন ঃ

"জ্ঞান যদি তোমার দেহের সমৃদ্ধির জন্যে ব্যবহৃত হয়, তবে সে জ্ঞান তোমার জন্যে বিষধর সাপ।
জ্ঞান যদি তোমার আত্মার মুক্তির জন্যে ব্যবহৃত হয়, তবে তা তোমার সর্বোত্তম বন্ধু।"

(গ) এ শিক্ষার অন্যতম পরিণতি জ্ঞানের বিভাগীয় পৃথকীকরণে। উদার শিক্ষা জ্ঞানকে সমন্বিত করে পূর্ণাংগ এককে পরিণত করতে ব্যর্থ হয়েছে। ছাত্রগণ ছোট ও অসংগত টুকরোরূপে জগতকে দেখে ও বিভিন্ন টুকরো তথা বিভাগীয় জ্ঞানের সমন্বয় সাধন করে এবং অন্তর্নিহিত তাৎপর্য হৃদয়ংগম করতে ব্যর্থ হয়। তারা গাছ দেখে কাঠ দেখে না।

(ঘ) এ শিক্ষা এমন সব লোক সৃষ্টি করে জীবনের মৌলিক ও জরুরী বিষয়গুলোর ওপর যাদের সুগভীর পাণ্ডিত্য থাকে না। বস্তুত তাদের জ্ঞান অত্যন্ত অগভীর এবং একে অভিজ্ঞতা লব্ধ গভীর জ্ঞান বলে বিবেচনা করা চলে না। জাতীয় দৃষ্টিভংগীতে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় এ শিক্ষা ঈপ্সিত ফলোৎপাদন করতে ব্যর্থ হয়েছে।

আধুনিক উদার শিক্ষার দুর্বলতাগুলো ক্রমশ প্রকাশ হয়ে পড়ছে। Dr. Frank Advlotte আমেরিকার শিক্ষা সম্বন্ধে বলেছেন ঃ "লক্ষের বিপরীতে কেবলমাত্র কলা-কৌশল ও পদ্ধতি নিয়ে তন্ময়তা সাহিত্য অথবা দর্শন অথবা ইতিহাস অথবা ধর্ম অধ্যয়নকে 'উদার উপাদান' হতে বঞ্চিত করছে।"

বিখ্যাত সমাজ দার্শনিক Walter Lippman তাঁর The State of Education in this Troubled World নামক ভাষণে বলেছেন ঃ "স্কুল এবং কলেজসমূহ কর্মজগতে এমন সব লোক প্রেরণ করছে যারা সমাজের সৃজনশীল নীতিগুলো আর বুঝছে না। নিজেদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য বঞ্চিত নব্যশিক্ষিত পাশ্চাত্য ব্যক্তিবর্গ আকার এবং সারবত্তার দিক থেকে তাদের

www.pathagar.com

মনের গভীরে পাশ্চাত্য সভ্যতার ধ্যান-ধারণা, তার্কিক প্রস্তাব, মৌলিক যুক্তি, যুক্তি-তর্ক এবং পদ্ধতি ধারণ করছে না। ------------ বর্তমান শিক্ষা, অপরিবর্তনীয়ভাবে চলতে থাকলে পাশ্চাত্য সভ্যতাকে ধ্বংস করে দেবে। বস্তুত সে একে ধ্বংস করে চলছে।"

Institute of International Education-এর সহ-সভাপতি, Dr. Albert G. Sims তাঁর এক নিবন্ধে লিখেছেন ঃ "মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শিক্ষার প্রধান সমস্যা হচ্ছে—অন্যান্য সবগুলো হচ্ছে স্পর্শক-সংজ্ঞা দান এবং লক্ষ্য ও দর্শনকে কার্যকরী রূপ দান। একথাটা বলাই এর জবাব নয় যে, শিক্ষা ব্যবস্থা তো যে সমাজের জন্যে রচিত সে তার ছবিই প্রতিবিম্বিত করবে। শিক্ষা এমন একটি উপায় যার মাধ্যমে একটি সম্প্রদায় স্বেচ্ছায় তার ভবিষ্যত দৃষ্টিভংগী বা মনোভাব অবশ্যই তুলে ধরবে।

'যুক্তরাষ্ট্রের শিক্ষা' সম্বন্ধে রকেফেলার রিপোর্ট স্পষ্টভাবে এ ঘাটতি তুলে ধরছে ঃ "তারা (ছাত্রগণ) তাদের জীবনের অর্থ খুঁজে পেতে চায়। তাদের যুগ, তাদের সংস্কৃতি এবং তাদের নেতৃবৃন্দ যদি তাদেরকে উন্নত অর্থ, মহান লক্ষ এবং শ্রেষ্ঠ প্রত্যয় দিতে না পারে, তাহলে তারা অগভীর ও তুচ্ছ অর্থের ওপরেই ভর করবে। যেসব ব্যক্তি নিরুদ্দেশ জীবন যাপন করে, যারা তাদের জীবনের অর্থের অন্বেষণকে অসাধু এবং মিথ্যা আড়ম্বরযুক্ত অভিজ্ঞতা দ্বারা পরিতৃপ্ত রাখতে চায় তারা আসলে কোনো বিকল্প অর্থ দ্বারা আন্দোলিত-ই হয়নি—আন্দোলিত হয়নি ধর্মীয় অর্থ, নৈতিক মূল্যবোধ, সামাজিক ও নাগরিক দায়িত্ববোধ এবং আত্মোপলব্ধির উন্নত মূল্যমান দ্বারা। এটা এমন এক অভাব যার জন্যে আমরা সবাই দায়ী।"

আমাদের মেনে নিতে হবে যে, "শিক্ষা এমন এক প্রক্রিয়া যার মধ্যে অর্থ ও উদ্দেশ্য অবশ্যই প্রবেশ করাতে হবে, প্রত্যেককে গভীরভাবে প্রত্যয় আঁকড়িয়ে ধরতে হবে এবং প্রত্যেক যুবককে সে মূল্যবোধ এর স্বার্থ সংরক্ষণে ব্রতী হতে হবে যা তাকে লালন করেছে, তাকে শিক্ষাদান করেছে এবং একজন ব্যক্তি হিসেবে তাকে স্বাধীনতা উপভোগের সুযোগ দিয়েছে।

The crisis in the Universities বইতে Sir Walter Moberly লিখেছেন ঃ "আমাদের সংকট এই যে, বেশীর ভাগ ছাত্রই আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে অধ্যয়ন করে চলছে, অথচ সত্যিকার গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোর দিকে তাদের মন সংযোগ করছে না। শিক্ষা পরিবেশের নিরপেক্ষতার প্রভাবে তারা সূক্ষ্মভাবে সামাজিক ও রাজনৈতিক স্থিতাবস্থার প্রতি মৌন সম্মতি প্রদানের দীক্ষা পাচ্ছে। দীক্ষা পাচ্ছে ধর্মনিরপেক্ষতার,

www.pathagar.com

যার ওপর গভীরভাবে চিন্তা করার অবকাশ তাদের ঘটেনি। জ্ঞানের বিভক্তিকরণের ফলে জীবন উদ্দেশ্যের দায়িত্ব নির্ধারণের চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন তারা হচ্ছে না। আবার বিজ্ঞজনোচিতভাবে এ ধরনের সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রস্তুতিও তাদের নেই। মূলত তারা অশিক্ষিতই থেকে যাচ্ছে।

শিক্ষা সামগ্রিক পরিপ্রেক্ষিতে পর্যালোচনা করে Professor Harold H. Titas লিখেছেন ঃ "সাধারণ জ্ঞান-ভাণ্ডারের অভাবের চেয়েও অধিকতর মারাত্মক হচ্ছে সাধারণ আদর্শ ও প্রত্যয়ের অনুপস্থিতি। শিক্ষা সত্যাপন, দৃঢ় বিশ্বাস ও নিয়মানুবর্তিতা শেখাতে বার বার ব্যর্থ হচ্ছে। মানবিক মূল্যবোধ এবং বাধ্যতা থেকে বিজ্ঞান ও গবেষণা বিপজ্জনকভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছে।... শিক্ষা অতিতের আধ্যাত্মিক ঐতিহ্য থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়েছে এবং তদস্থলে বিকল্প মূল্যবোধ প্রদান করতেও ব্যর্থ হয়েছে। পরিণামে শিক্ষিত লোকেরাও আজ দৃঢ় বিশ্বাস বঞ্চিত। বঞ্চিত মূল্যবোধ থেকে। আর বঞ্চিত একটি সুসংহত বিশ্বদর্শন থেকে।"

M. V. C. Jaffreys অভিযোগ করে লিখেছেন ঃ আধুনিক শিক্ষা পদ্ধতির সবচেয়ে বেশী মারাত্মক দুর্বলতা হচ্ছে এর লক্ষের অনিশ্চয়তা। ইতিহাসের দিকে তাকালে আমরা দেখতে পাই প্রাণবন্ত ও কার্যকরী শিক্ষা-ব্যবস্থা-সমূহ এদের লক্ষ ও উদ্দেশ্য সুস্পষ্টভাবে বিবেচনা করেছে ব্যক্তিগত গুণাবলী ও সমাজ পরিবেশের পরিপ্রেক্ষিতে।

স্পার্টান, ফিউডাল, জ্যাসুইট, নাৎসী এবং কম্যুনিষ্ট শিক্ষাবিদগণ এ বিষয়ে একমত। তাঁরা তাঁদের কর্তব্য সম্বন্ধে অবগত এবং তাঁদের করণীয় সম্বন্ধে তাঁদের বিশ্বাসও আছে। বিপরীত পক্ষে, উদার গণতান্ত্রিক দেশসমূহের শিক্ষার লক্ষ দুঃখজনকভাবে অস্পষ্ট। এ চিন্তা প্রবাহ সুস্পষ্টভাবে দেখাচ্ছে যে, শিক্ষা ক্ষেত্রে আদর্শিক নিরপেক্ষতার মতবাদ ভাটার মুখে এবং নিশ্চিতভাবেই এ মতবাদ সাংস্কৃতি ও প্রগতির পক্ষে ক্ষতিকর।

শিক্ষার উদ্দেশ্য

শিক্ষা আদর্শিক রংয়ে রংগীন হওয়া উচিত। শিক্ষা হচ্ছে লক্ষে উপনীত হবার মাধ্যম। সে নিজে কোনো লক্ষ নয়। শিক্ষার লক্ষ হচ্ছে আদর্শ এবং জাতির স্বকীয় সংস্কৃতি। "আদর্শ দ্বারাই তো জীবন ঐশ্বর্যপূর্ণ হয়। আদর্শের দেহ থেকে যেসব কিছু জন্ম নেয় তার একটি বুদ্ধিমত্তা উদ্দেশ্য এবং ধারণা দ্বারাই তো জীবন সংরক্ষিত হয় ; লক্ষস্থল আছে বলেই তো এর কাফেলার ঘণ্টা বাজতে থাকে।"

www.pathagar.com

যেসব প্রত্যয় এবং আদর্শের জন্যে একটি জাতি মাথা উঁচু করে দাঁড়ায় সেগুলোকেই শিক্ষা ব্যবস্থা সে জাতির ভবিষ্যত বংশধরদের ভেতরে অনুপ্রবিষ্ট করবে। একটি জাতির ধর্ম ও সংস্কৃতির সংরক্ষণ উন্নয়নই হওয়া উচিত শিক্ষার উদ্দেশ্য।

A. N. White Head এ বিষয়টির ওপর জোর দিয়েছেন যে, "শিক্ষার সার হতে হবে ধর্মীয়।"

আল্লামা ইকবাল এ মত পোষণ করতেন যে, ইসলামই হতে হবে আমাদের জীবন ও শিক্ষার উদ্দেশ্য। K. G. Saiyidain-কে লিখা এক চিঠিতে তিনি লিখেছেন ঃ "জ্ঞান বলতে আমি ইন্দ্রিয়ানুভূতি ভিত্তিক জ্ঞানকেই বুঝাই। সাধারণত এ শব্দটি আমি এ অর্থেই ব্যবহার করেছি। জ্ঞান শারীরিক শক্তি প্রদান করে এবং এ শক্তি দীনের অধীন হওয়া উচিত। এটা যদি দীনের অধীন না হয়, তাহলে তা নির্ভেজালভাবে পৈশাচিক। মুসলিমদের ওপর এটা বাধ্যতামূলক যে, তারা জ্ঞানের ইসলামীকরণ করবে। 'আবু লাহাবকে হায়দারে রূপান্তরিত করতে হবে।' এ আবু লাহাব যদি 'হায়দার-ই কাররার'-এ পরিণত হয় তথা এ যদি দীনের অনুগামী হয়, তাহলে তা হবে মানব জাতির জন্যে অবিমিশ্র আশীর্বাদ।"

আল্লামা ইকবালের এ অভিমত থেকে এটা সুস্পষ্ট যে, তিনি শিক্ষাকে আদর্শিক ছাপ দিতে চেয়েছিলেন। ধর্মের প্রতি নিরপেক্ষ জ্ঞান ও শিক্ষাকে তিনি শয়তানী জ্ঞান ও শিক্ষা বলেই গণ্য করতেন। ১৯৩০ খৃস্টাব্দে তাঁর বিখ্যাত Presidential Address-এ তিনি বলেন ঃ "আপনারা যদি আজই ইসলামের দিকে আপনাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ করেন ও এর চিরউদ্দীপক ধারণাগুলো থেকে অনুপ্রেরণা লাভ করতে শুরু করেন, তাহলে আপনারা নিজেদের বিচ্ছিন্ন শক্তিগুলোকেই আবার একত্রিত করবেন, আপনাদের হারানো পূর্ণতাকে ফিরে পাবেন এবং এর ফলে সামগ্রিক ধ্বংসের হাত থেকে নিজেদেরকেই রক্ষা করবেন।" তিনি আরও বলেন ঃ "তোমার হৃদয়ে তাওহীদের ছাপ বসিয়ে নাও। অতীত ঐতিহ্য অনুসরণের মাধ্যমে তোমার সব সমস্যার সমাধান খুঁজে নাও।"

কাজেই শিক্ষার প্রথম কাজই হওয়া উচিত ছাত্রদেরকে তাদের ধর্ম ও আদর্শে অনুপ্রাণিত করা। তাদেরকে শেখানো উচিত জীবনের অর্থ ও উদ্দেশ্য ; এ বিশ্বে মানুষের পজিশন ; তাওহীদ, রিসালাত ও আখেরাতের ধারণা ; ব্যক্তি, সামষ্টিক জীবনের সাথে তার সম্বন্ধ ; ইসলামী নৈতিকতা, ইসলামী সংস্কৃতির প্রকৃতি ও তাৎপর্য ; মুমিন জীবনের কর্তব্যসমূহ এবং একজন

www.pathagar.com

মুসলিমের জীবন-মিশন। শিক্ষা এমন লোক তৈরী করা উচিত যাদের ব্যক্তিগত ও সামষ্টিক জীবনে ইসলামী আদর্শের কার্যকারিতা সম্বন্ধে গভীর বিশ্বাস থাকবে। শিক্ষা তাদেরকে ইসলামী দৃষ্টিকোণ শেখানো উচিত যেন তারা ইসলামের নির্দেশের আলোকে নিজেরাই নিজেদের পথ রচনা করতে পারে।

আল কুরআন ঘোষণা করছে যে, জ্ঞানী সম্প্রদায় সত্যের সাক্ষ্যদাতা। যে শিক্ষা সত্যের সাক্ষ্যদাতা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে পরিকল্পিত তার উচিত ইসলামের জ্ঞান-চর্চাকে তার প্রধান লক্ষ হিসেবে গ্রহণ করা। আল কুরআনে আল্লাহ বলেন ঃ সাক্ষী যে আল্লাহ ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই। ফেরেশতাগণ এবং জ্ঞানী সম্প্রদায়ও সাক্ষী।

বিশ্বনবী সা. বলেছেন ঃ "জ্ঞানী সম্প্রদায় এবং মুজাহিদগণ নবীর মর্যাদার বেশ নিকটে। জ্ঞানী সম্প্রদায় লোকদেরকে সে আদর্শ ও উদ্দেশ্যের দিকে পরিচালিত করে যার জন্যে নবীদেরকে প্রেরণ করা হয়েছে। আর মুজাহিদ সে আদেশ ও উদ্দেশ্যের স্বার্থে তলোয়ার ধারণ করে।"

এখন প্রশ্ন হলো ঃ কোন্ মিশনের জন্যে নবীদেরকে প্রেরণ করা হয়েছিলো যে মিশনের দায়িত্ব পালন করবে জ্ঞানীগণ এবং সে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো, যেগুলো এ জ্ঞানী লোক তৈরী করবে? আল কুরআনের মতে সে মিশন হচ্ছে ইসলামের বাণী প্রচার এবং একটি ন্যায় ও সুস্থ সমাজ ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা। আল কুরআন ঘোষণা করছে ঃ "তিনি সে সত্ত্বা যিনি নিরক্ষরদের মধ্যে তাঁর বার্তাবহ পাঠিয়েছেন ; তাদের কাছে আল্লাহর অবতীর্ণ বাণী পাঠ করতে, তাদেরকে পরিশুদ্ধ করতে এবং তাদেরকে কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দিতে যদিও এ যাবত তারা সুস্পষ্ট ভ্রান্তির মধ্যেই ছিলো।"

> "আমরা সুস্পষ্ট নিদর্শনসহ আমাদের বার্তাবহ পাঠিয়েছি এবং তাদের সাথে অবতীর্ণ করেছি কিতাব ও মীযান যেন মানুষ সুবিচার ও ন্যায় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে।"

কাজেই ইসলামী সংস্কৃতির কাঠামোতে শিক্ষার বুনিয়াদী উদ্দেশ্যই হচ্ছে নবীদের দায়িত্বের অনুরূপ লোকদেরকে ইসলামের শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলা, তাদেরকে এ দীনের দৃষ্টিভংগী ও আদর্শে অনুপ্রাণিত করা এবং তাদেরকে পূর্ণ বিকশিত জীবনের জন্যে তৈরী করা।

এ লক্ষ অর্জিত হতে পারে সার্বিক শিক্ষা ব্যবস্থা ইসলামী মতাদর্শের আলোকে ঢালাই করে নেয়ার মাধ্যমে। নতুন বই সংকলিত ও উপস্থাপন করতে গিয়ে এ দৃষ্টিকোণটি অবশ্যই সামনে রাখতে হবে। পাঠ্যসূচীর

www.pathagar.com

পুনর্বিন্যাস এবং এ উদ্দেশ্য স্বার্থক করার উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টিও একান্ত জরুরী। প্রত্যেকটি বিষয় বিশেষ করে সমাজ-বিজ্ঞান বিষয়গুলো পড়াবার কালে ছাত্রদের কাছে ইসলামের দৃষ্টিকোণটিও ভালোভাবে ব্যাখ্যা করতে হবে এবং তার শিক্ষার প্রতিটি স্তরে তার মনে নৈতিক দায়িত্ববোধ সৃষ্টির জন্যে বিশেষ যত্ন নিতে হবে। আমাদের মতে এটাই হবে শিক্ষার যথার্থ উদ্দেশ্য।

ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদ ও সামাজিক অনুভূতি

শিক্ষার একটি মৌলিক ইস্যু হচ্ছে ঃ একজন ছাত্রের ব্যক্তিত্বের উন্নতির ক্ষেত্রে কোন্ জিনিসটিকে সবচেয়ে বেশী গুরুত্ব দিতে হবে। এ সম্বন্ধে অনেকগুলো বিপরীতমুখী থিউরী আছে। কেউ কেউ মনে করেন যে, ব্যক্তিত্বের উন্নতিই হচ্ছে আসল বিষয়। তাঁরা সামাজিক অনুভূতি বা সামষ্টিক দায়িত্বের প্রতি কোনো গুরুত্বই দেন না। আবার কেউ কেউ মনে করেন যে, সমাজ ব্যবস্থার সাথে সামিল ব্যক্তিসত্ত্বা গড়ে তোলাই হচ্ছে মূল বিষয়। তাঁরা ব্যক্তির একক ব্যক্তিত্বের উৎকর্ষের প্রতি কোনো গুরুত্ব আরোপ করেন না। এ দু' থিউরীই প্রান্তিক এবং অবাস্তব। ইসলামের একটি অনন্য বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে, ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদ এবং সামষ্টিবাদের মধ্যে একটি ভারসাম্য স্থাপন করে। ইসলাম প্রতিটি মানুষের ব্যক্তিগত ব্যক্তিত্বে বিশ্বাসী এবং ইসলাম এ ধারণা পোষণ করে যে, ব্যক্তিগতভাবে প্রতিটি লোক আল্লাহর নিকট দায়ী এবং তাঁর কাছে তাকে জবাবদিহি করতে হবে। ইসলাম প্রত্যেকটি ব্যক্তির মৌলিক অধিকারসমূহের গ্যারান্টি দেয় এবং কাউকে এ অধিকারসমূহ খর্ব করার সুযোগ দেয় না। ইসলাম ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের উন্নয়নকে তার শিক্ষানীতির অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য হিসেবে গ্রহণ করে। ইসলাম এ মতে বিশ্বাসী নয় যে, মানুষ তার স্বকীয়তা বা ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য সামাজিক যৌথ. ব্যবস্থা অথবা রাষ্ট্রের কাছে বিসর্জন দেবে। আল কুরআন ঘোষণা করছে ঃ

"মানুষ কিছুই পাবে না যার জন্যে সে চেষ্টা করে তা ছাড়া।"

"তোমাদের যা কিছু দুর্ভোগ্য, তা তোমাদের স্বহস্তের উপার্জন।"

"আল্লাহ ততক্ষণ পর্যন্ত কোনো জাতির অবস্থা পরিবর্তন করেন না, যে পর্যন্ত না তারা তাদের নিজেদের মধ্যে যা আছে তার পরিবর্তন করে।"

"প্রত্যেকের জন্যে তা যা সে অর্জন করেছে। প্রত্যেকের বিরুদ্ধে তা যা তার সংগত প্রাপ্য।"

"আমাদের জন্যে আমাদের কর্ম, তোমাদের জন্যে তোমাদের কর্ম।"

www.pathagar.com

আল্লামা ইকবাল মানুষের ব্যক্তিত্বের উৎকর্ষ সাধনের ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তিনি বলেন যে, আল কুরআনের 'অহম' সম্বন্ধীয় ধারণা ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য এবং মানুষের অনন্য প্রকৃতির ওপর জোর দিয়েছে। এ ধারণা জীবনের একক রূপে তার পরিণতি সম্বন্ধে একটা সুস্পষ্ট মত উত্থাপন করে থাকে। আল্লামা ইকবালের মতে 'অহম'-এর বিকাশ ও উন্নয়ন অতীব গুরুত্বপূর্ণ। তিনি অনুকরণ প্রিয়তা ঘৃণা করেছেন। কারণ অনুকরণ প্রিয়তা ব্যক্তিত্ব খর্ব করে। তিনি নাটক ও Tarm-theel-এর বিরোধী। কারণ এগুলোতে নায়ককে অপর কোনো লোকের ভূমিকায় নামতে হয়। তদুপরি এর পুনঃপৌনিকতা ব্যক্তির ব্যক্তিত্বকে হত্যা করে। ইকবাল বলেন ঃ

খুদী হচ্ছে সামগ্রিক জীবন বা অস্তিত্বের নির্ধারক।
তুমি যা কিছু দেখছো তা সম্ভব হচ্ছে খুদীর রহস্যের ফলে।
খুদীর প্রকৃতিই হচ্ছে নিজেকে বিকাশ করা। প্রতিটি অণু-পরমাণুতে
খুদী বা অহম-এর শক্তিগুলো ঘুমিয়ে আছে।

এ মানুষের ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের বিকাশ ও উৎকর্ষই হওয়া উচিত শিক্ষার একটি মৌলিক নীতি।

এ হচ্ছে সমস্যার একটি দিক মাত্র। বিপরীত পক্ষে ইসলাম ও মানুষের মনে সামাজিক দায়িত্বানুভূতি জাগ্রত করে। ইসলাম সমাজে ও রাষ্ট্রে ব্যক্তি মানুষগুলোকে সংগঠিত করে এবং ব্যক্তিকে সামাজিক কল্যাণে অংশগ্রহণ করতে নির্দেশ দেয়। ইসলামে নামায আদায় করতে হয় জামায়াতে, আর এ কাজটি মুসলিমদের মাঝে একটি সামাজিক শৃংখলার প্রশিক্ষণ দেয়। ইসলাম যাকাত প্রদানের নির্দেশ দেয়। আর কুরআন এ প্রসংগে বলছে ঃ "তাদের সম্পদে অধিকার রয়েছে অভাবী ও বঞ্চিতদের।" জিহাদকে বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। এর অর্থ হচ্ছে একজন ব্যক্তি বিশেষ অবস্থার সৃষ্টি হলে ইসলাম এবং ইসলামী রাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা ও নিরাপত্তার জন্যে নিজের জীবনও উৎসর্গ করবে। বিশ্ব নবী সা. বলেছেন ঃ "সমগ্র মানব জাতি একটি মেষ পালের মত। এর প্রত্যেকজন অপর জনের জন্যে মেষ পালকের ভূমিকা পালন করবে এবং গোটা মেষপালের কল্যাণের জন্যে দায়ী হবে।"

"একত্রে বসবাস কর, একে অপরের বিরুদ্ধে লেগো না, অপরের জন্যে ব্যাপারাদি সহজ কর এবং একে অপরের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি কর না।"

"সে ব্যক্তি মুমিন নয় যে পেট পুরে খায় অথচ তার প্রতিবেশী অনাহারী।"
"মু'মিন সে ব্যক্তি যে ব্যক্তি অপরের জীবন ও সম্পদের জন্যে বিপজ্জনক নয়।"

www.pathagar.com

আল্লামা ইকবাল এ পয়েন্টটি তাগিদ সহকারে উত্থাপন করেছেন ঃ

ব্যক্তি মানুষ তো তাই সম্প্রদায়ের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করে সে যেমন প্রকাশিত হয়।

সে সামাজিকতা ছাড়া তো সে অস্তিত্বহীন।

সে তো নদীতে একটা ঢেউ সদৃশ—

নদীর বাইরে তো ঢেউয়ের অস্তিত্বই নেই।

একটি সুস্থ শিক্ষানীতি সর্বদাই একজন ছাত্রের ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য ও সমাজ-সচেতনতার মধ্যে ভারসাম্য স্থাপন করাকেই লক্ষ্য হিসেবে গ্রহণ করে। কেননা একজন ব্যক্তি তার সম্মান লাভ করে তার জাতি থেকে। একটি জাতি গঠিত হয় যখন ব্যক্তিগণ ঐক্যবদ্ধ হয়।

ব্যক্তি সত্ত্বার উন্নতি তখনই সম্ভব যখন একজন শিশুকে স্নেহ ভালবাসা দিয়ে লালন-পালন করা হয় বরং কিছু অংশে তার ব্যক্তি সত্ত্বার প্রতি কিছুটা সম্মান প্রদর্শন করা হয়—এবং যদি তার সুপ্ত প্রতিভাকে আত্মবিকাশের যথেষ্ট সুযোগ দেয়া হয়। তার উচিত একটি মুক্ত পরিবেশে বাঁচা। শিক্ষা হওয়া উচিত ছাত্র কেন্দ্রিক। শিক্ষককে তার সৃজনশীল শক্তিগুলোর এবং সুপ্ত প্রতিভা ও স্বাভাবিক যোগ্যতার বিকাশ সাধন করা উচিত। শিক্ষক ছাত্রদের ব্যক্তিত্ব বিকাশের প্রচেষ্টায় পরামর্শ ও সহযোগিতা দান করবেন। কিন্তু তাকে এমনভাবে ছায়ায় আচ্ছাদিত করা উচিত নয় যার পরিণামে সে হবে শুধু শিক্ষকের ব্যক্তিত্বের প্রতিচ্ছবি। শিশুকে বাধ্যতামূলকভাবে কোনো ক্ষেত্র বা পেশায় নিয়োজিত করা উচিত নয়। তাকে স্বেচ্ছায় তার বৃত্তি বা পেশা নির্বাচন করতে দেয়া উচিত। শিক্ষার পরিবেশে স্বাধীনতা থাকতে হবে। কেবল তখনই ছাত্রের ব্যক্তিত্ব বিকশিত হওয়া সম্ভব।

ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের ওপর এ প্রাথমিক গুরুত্ব আরোপ করার অর্থ এ নয় যে, ছাত্রদেরকে সামাজিক ও সামষ্টিক দায়িত্ব পালনে বিমুখ করা হবে। বস্তুত গোড়া থেকে তাদের মনে সমাজ সচেতনতা ও সামাজিক দায়িত্ব পালনের অনুভূতি জাগাতে হবে। তাদেরকে সুস্থ সামাজিক জীবন ও দায়িত্বশীল নাগরিক জীবন যাপনের জন্যে প্রস্তুত করতে হবে।

সমন্বিত জ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা

শিক্ষার আরেকটি নীতি হচ্ছে যে, ছাত্রদেরকে ভারসাম্যপূর্ণ ও সমন্বিত জ্ঞান প্রদান করতে হবে। তাদের উচিত বিশ্বের দৃশ্যমান বিষয়সমূহের বিভিন্নতার মাঝে বিশ্বের ও জীবনের অদ্বিতীয়ত্ব উপলব্ধি করতে সক্ষম হওয়া।

www.pathagar.com

The Report of the Education Commission of India বিবৃত করছে ঃ "পাশ্চাত্য ও প্রাচ্যের পণ্ডিত ব্যক্তিদের মতে সর্ববিধ শিক্ষার উদ্দেশ্য হচ্ছে বিশ্বের একটি সুসংগত নকশা এবং একটি সমন্বিত জীবন পদ্ধতি প্রদান। এর মাধ্যমে আমাদেরকে পেতে হবে পরিপ্রেক্ষিতের অনুভূতি, সংক্ষিপ্তাকারের পরিজ্ঞান এবং জ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ের সমন্বয়। অসংলগ্ন কতগুলো তথ্য অবলম্বন করে মানুষ বাঁচতে পারে না। সব জিনিসের সামঞ্জস্য উপলব্ধির একটি সংহত বুদ্ধিবৃত্তিক পরিজ্ঞানের কামনা প্রতিটি মানুষের মাঝে নিহিত আছে। বিচিত্র অভিব্যক্তির মূলে জীবন অদ্বিতীয়। বিভিন্ন তথ্যপূর্ণ সম্পর্ক সম্বন্ধে আমরা পড়তে পারি। কিন্তু সামগ্রিকভাবে জীবন সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান অবশ্যই থাকতে হবে। এটা চিত্তবিক্ষেপ ঘটানো টুকরো টুকরো হতে পারে না। এটা হতে হবে বিভিন্ন ছাঁচের ঐক্য বা সমন্বয়।"

ইসলাম মাঝামাঝি পথের পক্ষে। এর আদর্শ হচ্ছে ভারসাম্যপূর্ণ ব্যক্তিত্বের বিকাশ। বিশ্বনবীর বাণী অনুযায়ী চিন্তা ও আচরণের ভারসাম্য নবুওয়াতের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। শিক্ষাকে তাই এ বিষয়ে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে যেন একজন ছাত্র জ্ঞানের ব্যাপক পরিপ্রেক্ষিত লাভ করতে পারে এবং বিশিষ্টকরণের (Specialisation) স্তরে প্রবেশ করার আগে জীবন ও সমস্যাবলীর প্রতি সুসংহত দৃষ্টিকোণ অর্জন করতে পারে।

তাছাড়া ইসলাম জ্ঞানকে সমন্বিত ও পরস্পর সম্পর্কযুক্ত সামগ্রিকতা বলেই বিবেচনা করে। একথার সত্যতা এখান থেকে নেয়া যায় যে, আল কুরআন-ই হচ্ছে সব জ্ঞানের প্রধান উৎস। এ গ্রন্থটিই যে কোনো বিভাগীয় জ্ঞানান্বেষণকারীর মানসিকতা ও দৃষ্টিভংগী নিয়ন্ত্রণ করবে। এ বাস্তবতা আমাদেরকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে সমন্বিত জ্ঞানের ধারণার দিকে পরিচালিত করছে। জ্ঞান ক্ষুদ্র ও অসংলগ্ন ক্ষুদ্রাংশে বিভক্ত থাকবে না। কিন্তু তা হবে সমন্বিত। একটি মাত্র এককে সম্পৃক্ত। এভাবেই তিরোহিত হবে জ্ঞানকে ক্ষুদ্রাংশে বিভক্ত করা এবং বিভাগীয়রূপে ভাগ করে নেয়ার পদ্ধতি। হয়তো এটাই হবে উচ্চতর পর্যায়ে বিশিষ্টকরণ সূচিত করার দৃষ্টিভংগীর পথে সামিল। নিম্নস্তরসমূহে শিক্ষা সমন্বিত থাকা উচিত। এ পদ্ধতির শিক্ষাই যুবকদের দৃষ্টিভংগীর সম্প্রসারণ করতে সক্ষম হবে এবং তাদের মাঝে বুদ্ধিবৃত্তিক সহনশীলতার গুণ কর্ষণ করবে।

চরিত্র গঠন

আল্লামা ইকবাল বলেন ঃ

"আহ! না মোল্লা, না ফকীহ্ বুঝালো
চিন্তার ঐক্য ছাড়া চরিত্রের ঐক্য অসম্পূর্ণ-অপূর্ণাংগ।"

www.pathagar.com

শিক্ষা পদ্ধতিকে শিশু চরিত্র-গঠনের চূড়ান্ত গুরুত্ব আরোপ করতে হবে। শিক্ষা যতক্ষণ না উত্তম চরিত্র গঠনে ব্রতী হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তা তার প্রকৃত উদ্দেশ্য সফল করতে সক্ষম হবে না।

Prof. W. O. Lester Smith বলেন ঃ "সমাজ সদৃশ ধারণার সাথে চরিত্র গঠনের বিষয়টি ওতপ্রোতভাবে জড়িত।"

অনেকেই আজ এ অভিমত ব্যক্ত করতে শুরু করেছেন।

ইসলামে উত্তম কর্ম সম্পাদন একটি বুনিয়াদী বিষয়। আল কুরআন যুগপৎভাবে ঈমান এবং সৎ-কর্মানুষ্ঠানের ওপর তাগিদ দিয়েছে। নবীর মিশনের অন্যতম মৌলিক বিষয়রূপে তাজকিয়ার উল্লেখ রয়েছে। তাজকিয়ার অর্থ মানব জীবন ও আত্মার পরিশুদ্ধি।

এটা মনস্তাত্ত্বিক সত্য যে, শৈশবেই চরিত্রের মৌলিক বৈশিষ্ট্যগুলোর বুনিয়াদ পত্তন হয়। স্কুল ও কলেজগুলো চরিত্র গঠনের ক্ষেত্রে বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করতে পারে। মানব চরিত্র গঠন করবে শিক্ষা। আর শিক্ষার মাধ্যমেই কেবল একটি শিশুর চরিত্র ইসলামী আদর্শে গড়ে তোলা সম্ভব। ইমাম গাজ্জালী র. বলেছেন ঃ "শিক্ষা পদ্ধতি তরুণ মনকে শুধু জ্ঞান পূর্ণ করতেই চাবে না একে অবশ্যই একই সঙ্গে শিশুর নৈতিক চরিত্র সৃষ্টি এবং তার মনে সামাজিক জীবনের গুণাবলীর ধারণা দিতে হবে।"

আমাদের সম্মুখে চরিত্রের সর্বোত্তম নমুনা বিশ্বনবী মুহাম্মাদ সা.। আল কুরআন বলছে ঃ "নিশ্চয়ই রাসূলুল্লাহর জীবনে তোমাদের জন্য সর্বোত্তম আদর্শ রয়েছে।"

শিক্ষার সর্বস্তরে ছাত্রদেরকে রাসূলুল্লাহ্ সা.-এর জীবন আদর্শ শেখাতে হবে। শিক্ষক তাঁর স্বীয় জীবন ও আচরণের উদাহরণের মাধ্যমে শিশুকে আদর্শ জীবন গড়ার অনুপ্রেরণা দিতে হবে। তদুপরি শিক্ষানিকেতন-গুলোর সামগ্রিক পরিবেশ চরিত্র গঠনের উপযোগী হতে হবে। কেবলমাত্র এ পদ্ধতিতেই আল্লাহর কিতাবের পরিকল্পিত মু'মিন তৈরী করা সম্ভব।

জীবনের পূর্ণত্ব সাধন

ইসলাম জীবন অস্বীকৃতির পক্ষে নয়। ইসলাম চায় জীবনের পূর্ণত্ব। তার অর্থ হচ্ছে আমাদের শিক্ষা আমাদের যুব সমাজকে জীবনের জন্যে তৈরী করবে, তাদেরকে জীবন যাত্রার শিল্পকলা ও কৌশল সম্বন্ধে প্রশিক্ষণ দেবে এবং সমাজের বিভিন্নমুখী প্রয়োজনের সাথে সংগতিপূর্ণ করে গড়ে তুলবে।

www.pathagar.com

ইসলাম জীবন পরিহার অনুমোদন করে না। ইসলাম চায় জীবনের কষ্টকর ওলোট-পালটের মধ্যে মানুষ সুবিচার ও ন্যায়পরায়ণতা অবলম্বন করে বাঁচুক। আল কুরআন আমাদেরকে এ পৃথিবীর এবং আখেরাতের কল্যাণ অন্বেষণ করতে শিক্ষা দেয়। যারা আল্লাহর দেয়া আশীর্বাদসমূহ উপভোগ করতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করে আল্লাহ্ তাদেরকে কঠোর ভাষায় তিরস্কার করেন। আল কুরআন বলছে ঃ "আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদের জন্যে যেসব নিয়ামত সৃষ্টি করেছেন এবং যেসব দ্রব্য, খাদ্য ও আহার হিসেবে দিয়েছেন সেগুলোকে তোমরা কার নির্দেশে তোমাদের জন্যে নিষিদ্ধ করে নিয়েছো ?"

ইসলামের দৃষ্টিভংগী আল কুরআনের আয়াতে প্রতিফলিত হয়েছে। "আহার কর, পান কর, কিন্তু অপচয় করো না।"

ইসলাম মানুষের শ্রমকে খুব দাম দেয়। ইসলাম ভিক্ষাবৃত্তি ও সাহায্য প্রার্থনা নিষিদ্ধ করেছে এবং উৎপাদনশীল প্রচেষ্টার ওপর এতো কৃতিত্ব আরোপ করে যে, রাসূলুল্লাহ্ সা.-এর বাণী থেকে জানা যায় "জীবিকা অর্জনের জন্য যে হাত কাজ করে আল্লাহ্ সে হাতকে খুব ভালবাসেন।" ইসলাম প্রতিটি মানুষকে তার জীবিকা সংগ্রহে সক্ষমরূপে গড়ে তুলতে চায়। আল্লাহর নবী সা. তো এতটুকু পর্যন্ত বলেছেন যে, "ক্ষুধা মানুষকে কুফর পর্যন্ত নিয়ে যায়।"

আল্লামা ইকবাল বলেন ঃ "যে ব্যক্তি প্রাকৃতিক জগত জয় করে সে তো একটি পরমাণু থেকে একটি নতুন জগত গড়ে তোলে। তোমার অন্বেষণকে বাস্তব উদ্ভাবন দ্বারা শক্তিদান কর এবং তোমার স্বীয় অস্তিত্ব ও বিশ্বলোককে জয় কর।"

আল্লামা ইকবাল সে শিক্ষানীতিতে বিশ্বাসী যা জীবন-স্বীকৃতি ও বিশ্ব জয় শিক্ষা দেয় এবং যা জীবন-অস্বীকৃতির দিকে মানুষকে ধাবিত করে তিনি তার বিরোধী। তিনি বলেন ঃ "সে-ই সত্যিকারে বেঁচে আছে যে বলতে পারে 'আমি'। অস্তিত্বালোকে 'আমিত্বের' পরিমিতি দ্বারা কোনো বস্তুর স্থান নির্ধারিত হয়।"

শিক্ষা সম্বন্ধে তিনি দ্ব্যর্থহীনভাবে বলেন ঃ "জীবন-সংরক্ষণের অন্যতম উপায় শিক্ষা। নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার একটি উপায় শিক্ষা। বিজ্ঞান ও কলা জীবনের ভৃত্য। জীবনের গৃহে জন্মপ্রাপ্ত ও পালিত ভৃত্য এগুলো।"

উপরোক্ত আলোচনা থেকে শিক্ষা নীতির আরো কতিপয় লক্ষ আমাদের সামনে উদ্ভাসিত হয়ে উঠে।

www.pathagar.com

এক ঃ শিক্ষা এক ব্যক্তিকে সৎ, ন্যায়সংগত ও যুক্তিসংগত জীবিকা অর্জনে সক্ষম করবে।

দুই ঃ শিক্ষা সমাজের অর্থনৈতিক, সামাজিক, বৈজ্ঞানিক ও কারিগরী প্রয়োজন পূরণের সাথে সংগতিশীল হতে হবে। এবং

তিন ঃ শিক্ষা হতে হবে বাস্তবমুখী ও বৃত্তিমূলক যেন প্রতিটি লোক অর্থনৈতিক স্থিতাবস্থা ও সামাজিক স্বাধীনতার অধিকারী হতে পারে।

এসব লক্ষের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ একটি শিক্ষা ব্যবস্থা ইসলামের দাবী পূরণ করবে এবং বিশ্ব মানবতার জন্যে আশীর্বাদরূপে আত্মপ্রকাশ করবে।

-ঃ সমাপ্ত ঃ-

www.pathagar.com

আমাদের প্রকাশিত কিছু বই

- ইসলামের বুনিয়াদী শিক্ষা
  -সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী
- ইসলাম পরিচিতি
  -সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী
- ইসলামী সংস্কৃতির মর্মকথা
  -সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী
- ইসলামী রেনেসাঁ আন্দোলন
  -সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী
- আল জিহাদ
  -সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী
- ইসলাম ও জাতীয়তাবাদ
  -সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী
- কুরআনের চারটি মৌলিক পরিভাষা
  -সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী
- আসমাউল হুসনা
  -সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী
- কুরআনের মহত্ব ও মর্যাদা
  -সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী
- ইসলামী অনুষ্ঠানের তাৎপর্য
  -সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী
- দাওয়াতে দ্বীন ও তার কর্মপন্থা
  -আমীন আহসান ইসলাহী
- ভ্রান্তির বেড়াজালে ইসলাম
  -মুহাম্মদ কুতুব
- কুরআন ও হাদীসের আলোকে মানব সৃষ্টির ক্রমবিকাশ
  -ডাঃ মুহাম্মদ আলী আল বার
- কুরআন ও হাদীসের আলোকে সৃষ্টি ও আবিষ্কার
  -প্রফেসর মুহাম্মদ আবদুল হক
- কুরআন ও হাদীসের আলোকে মানব বংশ গতিধারা
  -প্রফেসর মুহাম্মদ আবদুল হক
- মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় ইসলাম
  -মোঃ সিরাজুল ইসলাম

www.pathagar.com